সিআর মামলা তদন্ত সংক্রান্তে করনীয় ও বর্জনীয়

০১। সিআর মামলার ক্ষেত্রে আদালতের অর্ডারশীট অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন/অনুসন্ধান প্রতিবেদন শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ অর্ডারশীটে যা চাওয়া হয়েছে সেটি উল্লেখ করতে হবে এবং পুরো প্রতিবেদনে একই শব্দ উল্লেখ করতে হবে।

০২। সিআর মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে নালিশী দরখাস্তের বাইরের বিষয়ে তদন্তের খুব বেশী প্রয়োজন নেই। আরজিতে বর্ণিত অভিযোগ সংক্রান্ত ধারাগুলোর মধ্যে যেগুলোর সত্যতা পাওয়া গেছে সেই ধারার বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। পাশাপাশি অপ্রমাণিত অভিযোগগুলো ধারাসহ উল্লেখ করতে হবে।

০৩। অনুসন্ধান প্রতিবেদন শেষে বাদীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে; কিংবা প্রমাণিত হয় নাই-শব্দগুলো ব্যবহার না করে বাদীর আনিত অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা পাওয়া গেছে কিংবা সত্যতা পাওয়া যায় নাই- শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ প্রমাণিত/অপ্রমাণিত শব্দ ব্যবহার না করে সত্যতা পাওয়া গেছে/পাওয়া যায় নাই লিখতে হবে।

০৪। একই ভিকটিমের জখম সংক্রান্তে একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত ছাড়পত্র/এমসি থাকলে তন্মধ্যে প্রথম হাসপাতাল কর্তৃক এমসি প্রাপ্ত হলে এবং দ্বিতীয় হাসপাতালের এমসি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে ক্ষেত্র বিশেষে প্রথম হাসপাতালের এমসি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা যেতে পারে।

০৫। সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে সাক্ষীকে পড়ে শোনানোর পর সাক্ষীর মুচলেকা গ্রহণ করতে হবে। প্রতারণামূলক ভাবে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করেই মুচলেকা গ্রহণ করলে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৬। সিআর মামলার ক্ষেত্রে বাদী তার নালিশি অভিযোগে যাহাই উল্লেখ করুক না কেন তদন্তকারী অফিসারকে সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করে প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দিতে হবে। ঘটনার তারিখ ও সময়ে, উপস্থিত বাদীর মানিত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ সাক্ষীদের মৌখিক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রতিবেদনের সঙ্গে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করতে হবে।

০৭। বাদী তার আরজিতে বর্ণিত/মানিত সাক্ষীদের দ্বারা যেহেতু তার আরজি বর্ণিত ঘটনা প্রমাণ করতে চান, তাই আরজি বর্ণিত/মানিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে হবে। তবে অবশ্যই নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে।

০৮। আলামত জব্দের ক্ষেত্রে সিআরপিসি ১০৩ ধারা মতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য নিতে হবে। প্রতিটি জব্দ তালিকায় কমপক্ষে এরুপ একজন সাক্ষী থাকা বাঞ্চনীয়।

০৯। অনেক ক্ষেত্রে সিআর মামলায় আদালতে আলামত রাখার ব্যবস্থা থাকে না। এক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে জব্দকৃত আলামত সমূহ বাদীর জিম্মায় দিয়ে বাদীর নিকট হতে একটি মুচলেকা নিতে হবে।

১০। সাক্ষীর জবানবন্দির ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ ৫ জন সাক্ষী থাকলে সবার জবানবন্দি একইভাবে লিখে থাকে, কপি আর পেস্ট, কোন পরিবর্তন করা হয়না, সেটা বাস্তবে অসম্ভব, ৫ জন সাক্ষী কখনো হুবহু একই রকম কথা বলবে না, সাক্ষীদের জবানবন্দি ভালোভাবে সাক্ষীর বক্তব্য অনুযায়ী লিখতে হবে।

১১। সাক্ষীর বিবৃতি লেখার সময় কোন স্থানে, কোন সময় এবং কোন তারিখে নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

১২। শোনা সাক্ষীকে যথাযসম্ভব পরিহার করতে হবে তবে যদি নিতেই হয় সেক্ষেত্রে শোনা সাক্ষী তার জবানবন্দীতে ঘটনার বিষয়ে কার নিকট থেকে, কখন, কি পরিস্থিতিতে, কি শুনেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। যিনি বলেছেন তার জবানন্দীতেও বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে।

১৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা অনেক সময় মামলার ভিকটিমদের সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক ভিকটিমকে সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষী জেলে থাকলে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষী বিদেশ চলে গেলে আদালতের অনুমতি নিয়ে অনলাইনে তার বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে।

১৪। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাদী ও বিবাদী উভয়কেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

১৫। যে সকল অপরাধের জন্য স্পেশাল আইন করা আছে সেই সকল মামলাগুলোতে পেনাল কোড আইনে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল না করাই উত্তম।

১৬। নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধের সিআর মামলার ৭/৩০ ধারায় ভিকটিম উদ্ধারের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নহে। আদালত ঘটনার সত্যতা জানতে চায়। ভিকটিম উদ্ধার করে প্রতিবেদন দাখিল করলে ভালো। তবে ভিকটিম উদ্ধারের অযুহাতে কালক্ষেপন করা যাবে না। প্রয়োজনে ভিকটিম উদ্ধার ব্যতীত ঘটনার সত্যতার বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে। এক্ষেত্রে ভিকটিম উদ্ধারের নিমিত্ত গৃহীত পদক্ষেপগুলো লিখতে হবে।

১৭। মামলা সংক্রান্তে বাদী ও বিবাদীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

১৮। ভিকটিম উদ্ধারের ক্ষেত্রে মামলার সূত্রসহ ভিকটিম কখন, কোথা হতে, কার তত্ত্বাবধান থেকে কি অবস্থায় উদ্ধার করা হলো সেগুলো বিস্তারিত বিরবণ উপস্থাপন করতে হবে।

১৯। প্রতিবেদনের ধার্য্য তারিখে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে না পারলে আবেদনের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে জানাতে হবে অথবা অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে হবে।

২০। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলে একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন আইনের ধারায় প্রতিবেদন দাখিল করা যাবে না।

২১। ফৌজদারী কার্যবিধি না লিখে সিআরপিসি লিখতে হবে।

২২। সিআর মামলার তদন্ত প্রতিবেদনের সর্বত্র বিবাদী বলতে হবে আসামী না বলাই উত্তম।

২৩। কোন আরজীতে বর্ণিত কোন বিবাদীকে তদন্তে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু হিসেবে প্রাথমিকভাবে জানা গেলে তার জন্মসনদ/টিকা কার্ড/স্কুল সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে উক্ত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু হিসেবে ঘোষনা করার জন্য আদালতে আবেদন করতে হবে।

২৪। কোনো মামলায় আইনগত সমস্যা হলে পিপি'র মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতের নিকট মতামত নিয়ে তা সমাধান করতে হবে।

২৫। হত্যা মামলায় মৃত ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে গরমিল পরিলক্ষিত হলে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের উপর গুরুত্বারোপ করে সাক্ষীদের জবানবন্দীসহ উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২৬। তদন্ত প্রতিবেদনে শুধু শাস্তির ধারা সংযোজন করতে হবে। সংজ্ঞার ধারা/উপধারা পরিহার করতে হবে।

২৭। বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগে যে ধারার কথা উল্লেখ থাকুক না কেন তদন্ত/অনুসন্ধানে ঘটনার সত্যতার ভিত্তিতে ধারা নির্ধারণ করে প্রতিবেদন দিতে হবে।

২৮। কোন মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমা মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আদালত বা ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি বিষয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

২৯। পেনাল কোডের ৪৪৭/৪৪৮ ধারার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে (যদি দখল নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়) দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে।

৩০। ডকেটে দাখিলী কাগজপত্রের সূচি পৃষ্ঠা নম্বরসহ থাকতে হবে। যাতে বোঝা যায় তর্কিত কার্যধারায় পুরো নথিটি ডকেটে শামিল আছে।

৩১। দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পগুলো পর্যালোচনা করে সেই স্ট্যাম্পের সিরিয়াল নম্বরগুলো উল্লেখ করতে হবে।

৩২। জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলাগুলো অবশ্যই বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে।

৩৩। কোনো মামলায় স্থিরচিত্র বা ভিডিও ধারণ করলে উক্ত স্থিরচিত্র বা ভিডিও জব্দ করতে হবে এবং স্থিরচিত্র বা ভিডিও যিনি করেছেন তার সাক্ষ্য নিতে হবে।

৩৪। ডিজিটাল রেকর্ডকে দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কোনভাবেই বস্তুগত সাক্ষ্য (Physical Evidence) হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা। ডিজিটাল সাক্ষ্য অবশ্যই মামলা তদন্তের মূল নথিতে সামিল করতে হবে। থানা মালখানা/আদালতের মালখানায় PR/CMR নম্বর মূলে সংরক্ষণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের অনুমোদন নিতে হবে।

৩৫। খুব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত বালাম বহি জব্দ না করার জন্য বলা হলো। কেননা এই বালাম বহিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো দিনের রেকর্ড থাকায় হস্তান্তর বা পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন কারণে রেকর্ড মিসিং/নষ্ট হলে তা রিকভারি করার সুযোগ থাকে না।

৩৬। জমি দাতার স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে বিতর্কিত দলিল এবং প্রামান্য দলিল সংগ্রহ করে সিআইডি থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত নিতে হবে।

৩৭। একটি জমির দুইটি দলিল থাকলে তারিখ অনুযায়ী যেটি আগে সম্পাদন করা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

৩৮। প্রত্যেক ভূমি সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জমির দখল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই যৌক্তিক সময়ে জমির দখল কার অধীনে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনে সে বিষয়ে স্পষ্টিকরন করতে হবে।

৩৯। জমির মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ খাজনা খারিজ যার নামে সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪০। কোন জমির মালিককে তার দখল থেকে দখলচ্যুত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হলে সরজমিনে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলতে হবে। দখলের সম্ভব্য সময়/তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৪১। যে ব্যক্তি জালিয়াতি করেনি কিন্তু শুধু জাল দলিলটি ব্যবহার করেছে তার বিরুদ্ধে দি পেনাল কোডের ৪৬৫/৪৬৭/ ৪৬৮/৪৬৯ ধারায় অভিযোগ আনা যাবেনা। তাকে শুধু দি পেনাল কোডের ৪৭১ ধারায় অভিযুক্ত করে পুলিশ রিপোর্ট দিতে হবে।

৪২। তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদী বা বিবাদীদের বিষয়ে কোন পক্ষপাতমূলক কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন না। যেমন- বাদী একজন লোভী, অসৎ চরিত্রের বদমেজাজী ও মিথ্যাবাদী লোক কিংবা মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত যা বিবাদীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত। এসকল শব্দ পরিহার করে, বলতে হবে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ সকল অপরাধ/ঘটনার সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। আর এসকল অপরাধ/ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়নি। কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রয়োজন হলে বলতে হবে, তাহার বা তাহাদের পিসি/পিআর যাচাই করে জানা যায় যে, তাহার স্বভাব চরিত্র ভালো/ভালো নয়। স্থানীয় ভাবে তদন্তে আরোও জানা যায় যে, ১ নং বিবাদী মাদক ব্যবসার সহিত জড়িত।

৪৩। বাদীর মানীত ১/২ জন সাক্ষীদের কেন জবানবন্দী নেওয়া হয়নি তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমনঃ নাম ঠিকানা সঠিক না থাকা, সাক্ষীকে বার বার নোটিশ করা সত্ত্বেও হাজির না হওয়া, সাক্ষীর বিদেশে অবস্থান করা, মারা যাওয়া, জেল খানায় আটক কিংবা অন্য মামলায় এজাহারভূক্ত আসামী হয়ে পলাতক ইত্যাদি সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। বাদীকে সাক্ষী হাজির করার জন্য বলা হয়ে থাকলে তা তারিখ ও সময় সহ উল্লেখ করতে হবে।

৪৪। যদি মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত পাওয়া না যায় তাহলে 'মামলা সংক্রান্তে আলামত জব্দের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন আলামত না থাকায় জব্দ করা সম্ভব হ'ল না। এমনকি মামলার বাদী অত্র মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত উপস্থাপন করতে পারে নাই' লিখতে হবে।

৪৫। যদি কোন কারণে ঘটনাস্থলের ছবি তোলা না যায় তবে তা কেন সম্ভব হয়নি তা স্পষ্ট করতে হবে।

৪৬। বিশেষজ্ঞের মতামত না থাকলে সেটা বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট করতে হবে। যেমন- অত্র মামলা সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞের কোন মতামত সংশ্লিষ্ট না থাকায় তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হল না।

৪৭। কে কোন ধারায় অপরাধ করেছে তা প্রত্যেক বিবাদীর বিরুদ্ধে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪৮। অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত বিবাদীগণের বিরুদ্ধে কেন/কিভাবে অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই তার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করতে হবে।

৪৯। অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদনের ১৫ নং কলামটি অর্থাৎ পিবিআই কর্তৃক অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন কলামটি তদন্তের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন প্যারা অনুযায়ী লিখতে হবে।

৫০। অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সরবরাহকৃত চেক লিস্ট টি (লিগ্যাল সাইজ পেপারে) পূরন করে সংযুক্ত করতে হবে।

৫১। নমুনা তদন্ত প্রতিবেদনের সফ্‌ট কপি এবং ফরম সমূহ ইউনিটের সকল সরকারী কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে হবে এবং সকল পরিদর্শক, উপ-পুলিশ পরিদর্শক এবং সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক দিগকে সে মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং অত্র নির্দেশনাবলী সংক্রান্তে সকলকে অবহিত করতে হবে।

৫২। অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদনের প্রতি পাতায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর এবং শেষ পাতায় পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর দিবেন।

৫৩। তদন্ত শেষে বাদীকে তদন্তের ফলাফল জানাতে হবে।

৫৪। পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদনের প্রথম পাতায় স্বহস্তে অগ্রবর্তী করা হ'ল লিখে পূর্নাঙ্গ স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন এবং নামের সীল ব্যবহার করবেন।

৫৫। পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অতিরিক্ত ডিআইজি/ডিআইজির মাধ্যমে অতিঃ আইজি পিবিআই বরাবর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

৫৬। প্রতিবেদনটি অতিরিক্ত আইজি পিবিআই কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা ইউনিট ইনচার্জগণ ফরোয়ার্ডিং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত আইজি পিবিআই অফিসের রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের গায়ে তার নিজ অফিসের স্মারক নং উল্লেখ করবেন ও ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট পিবিআই ইউনিটে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করবেন।

৫৭। অনুসন্ধান/তদন্ত প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে Sutonny MJ/Unicode font, font size 13 এবং Legal সাইজের কাগজ ব্যবহার করবেন। প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য সকল ডকুমেন্ট তৈরিতেও Legal সাইজের কাগজ ব্যবহার করার জন্য বলা হ'ল।

৫৮। প্রতিবেদনের চতুর্দিকের মার্জিন নমুনা প্রতিবেদনের ন্যায় হতে হবে। অর্থাৎ বামে 1.7 ইঞ্চি, ডানে 1 ইঞ্চি, উপরে 1 ইঞ্চি, নিচে 1 ইঞ্চি জায়গা খালি রাখতে হবে। ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করা যাবে না। এক্ষেত্রে জটিলতা এড়াতে নমুনা প্রতিবেদনটি ডাউনলোড করে উহাতে প্রতিবেদন তৈরী করতে বলা হ'ল।

৫৯। প্রতিবেদনের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনে উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট দেওয়া যাবে।

৬০। নমুনা প্রতিবেদনের সফ্‌ট কপি ডাউনলোড করে সকল আইও, কম্পিউটার অপারেটর দিগকে সরবরাহ করতে হবে। নমুনা মোতাবেক মার্জিন, ফন্ট সাইজ, বিষয়বস্তু, সাবহেড সমূহ অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

৬১। আদালত হতে সিআর মামলার তদন্ত করার জন্য অর্ডারশীট পাওয়া গেলে পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপার উক্ত মামলা তদন্তের জন্য একজন আইও কে মনোনীত করে অতিঃ আইজি, পিবিআই অফিসে অনুমোদনের জন্য লিখবেন। অনুমোদন প্রাপ্তির পর আইও তদন্ত কার্যক্রম শুরু করবেন। পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপার মামলার গুরুত্ব অনুসারে সরেজমিনে মামলার তদন্ত তদারকী করবেন। তদন্ত সমাপ্ত করে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপার বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করবেন এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন। তিনি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত একমত পোষন করলে তদন্ত প্রতিবেদনের প্রথম পৃষ্ঠায় স্বহস্তে অগ্রবর্তী করা হ'ল লিখে স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লেখ করে নামের সীল ব্যবহার করবেন। অন্যান্য পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত ডিআইজি ডিআইজির মাধ্যমে অতিঃ আইজি পিবিআই বরাবর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। অতিঃ আইজি, পিবিআই কর্তৃক চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপার, অতিঃ আইজি, পিবিআই অফিসের রেফারেন্স উল্লেখ পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনটি ও প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্তি কলামে উল্লেখিত সকল কাগজ পত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করবেন। পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক প্রতিবেদনটি গৃহীত হলে উহার রেফারেন্স উল্লেখ পূর্বক মামলা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজ পত্রাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষন করবেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কোন ভুলত্রুটি বা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে অতিঃ আইজি, পিবিআই কর্তৃক তা ফেরত পাঠানো হবে এবং পুনরায় সংশোধিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে। নির্ভুল তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে পিবিআই হেডকোয়াটার্স হতে তদন্ত প্রতিবেদনটি চুড়ান্ত ভাবে অনুমোদন নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করতে হবে। মামলা গ্রহণ হতে নিষ্পত্তি পর্যন্ত এই পুরো প্রক্রিয়াটি বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক পালনের জন্য ইউনিট ইনচার্জ পুলিশ সুপার/অতিঃ পুলিশ সুপারগণ দায়বদ্ধ থাকবেন।

৬২। সিআর মামলার তদন্ত/অনুসন্ধান প্রতিবেদনের এক কপি পরবর্তী ০৫ বৎসরের জন্য ইউনিটে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬৩। বিজ্ঞ আদালতে প্রতিবেদন দখিলের পর আদালত কর্তৃক প্রতিবেদন গৃহীত হলে ইউনিটের অফিসে সংরক্ষিত তদন্ত প্রতিবেদনটি ০৫ বৎসর পর অতিরিক্ত আইজিপি পিবিআই এর অনুমতি সাপেক্ষে পুড়িয়ে ধ্বংস করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে মামলার বিচারের ফলাফল প্রতি বৎসর ওয়ারী সংগ্রহ করে খতিয়ান রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মোঃ মোস্তফা কামাল
বিপি ৭০৯৫০৭০৮৪১
অ্যাডিশনাল আইজিপি
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।